সুনান ও আদব

কুরআন-হাদিসভিত্তিক প্রায় ১৯০০ সুন্নত ও আদবের সমাহার

সুনান ও আদব

দিন-রাতের মাসনুন আমল

সংকলন
মাওলানা আবু বকর বিন মুসতফা

নাশাত

সুনান ও আদব
সংকলন : মাওলানা আবু বকর বিন মুসতফা

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার (তৃতীয়তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১

প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

বানানসংশোধন
আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, রাশেদ মুহাম্মাদ

মূল্য : ৩৬০ (তিনশ ষাট) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস ২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

মা-বাবা

এই ডাকের সাথে আর কোনো বিশেষণের প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মানবসত্তার সবচেয়ে বেশি আবেগ ও ভালোবাসা কাজ করে এই শব্দ-দুটির প্রতি। তারা আমার এই ভুবনে আগমন-মাধ্যম। তারা আমার জান্নাতের প্রবেশদ্বারও।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কল্যাণ ও নাজাত দিয়ে কামিয়াব করুন। সুস্থতার নেয়ামত দিয়ে আমাদের উপর তাদের নেক ছায়া দীর্ঘায়িত করুন। এই বইখানি তাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন।

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه اجمعين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة

মুসলমান হিসেবে আমাদের ভিতর সর্বদা এই চিন্তা থাকতে হবে যেন আমাদের প্রতিটি কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী হয়। ইবাদত, আখলাক, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, আদাত, চলাফেরা, কথাবার্তা, ওঠাবসা, ভ্রমণ ও অবস্থান, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের সমস্ত কাজের সম্পর্ক রাসুলুল্লাহর সুন্নতের সাথে জুড়ে থাকবে।

আমাদের ক্ষণিকের জীবনের বড় দুঃখজনক একটি বিষয় হল, আমাদের দ্বারা যথাযথভাবে সুন্নতের অনুসরণ হচ্ছে না। অথচ সামান্য মনোযোগ দিলেই প্রতিদিন অসংখ্য সুন্নতের উপর খুব সহজেই আমল করা যেতে পারে। এবং দৈনন্দিনের প্রতিটি কর্ম আমরা সুন্নত ও ইসলামি আদবের মানদণ্ডে অত্যন্ত সহজভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি।

ঘুম, ঘুম থেকে ওঠা, পানাহার, সফর, ঘরে আসা-যাওয়া, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদি বিষয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন। এমনিভাবে পবিত্রতা অর্জন, নামাজ, মসজিদে আসা-যাওয়া প্রতিদিন বারবার করা হয়। যদি উল্লিখিত কর্মসমূহে ছুটে যাওয়া সুন্নত ও আদবের হিসাব নেওয়া হয়, সেগুলো বাস্তবায়নের ফিকির করা হয় এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদেরও যদি এই বিষয়ে মনোযোগী করে তোলা যায় তাহলে একজন মানুষের জীবনে প্রতিদিন হাজারের অধিক সুন্নত প্রবেশ করতে পারে। শর্ত হল, আমাদের একটু সৎসাহস এবং নেক নিয়ত করতে হবে। আর এই হিম্মত, উৎসাহ ও নেক নিয়তের ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ বইটি সহযোগী এবং দৃঢ়তাদানকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

অধম লেখক এই কিতাবে প্রতিদিনের সকল দীনি, পার্থিব এবং অভ্যাসগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সুনান ও আদব সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এজন্য বলা যায়, কিতাবটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সুন্নত ও আদবের এক পবিত্র উদ্যানের সমতুল্য। যেখানে সকাল-সন্ধ্যা প্রত্যেক মুসলমানের বিচরণ এবং পছন্দ ও অবস্থা অনুযায়ী মধু আহরণ করা উচিত।

কিতাবটি রচনার একটি প্রেক্ষাপট আছে। কয়েক বছর আগে মাদারে ইলমী জামিয়া ইসলামিয়া তালিমুদ্দীন ডাভেল-এর ছাত্রদের মাঝে সপ্তাহে একদিন সুন্নাতের আলোচনার প্রোগ্রাম চালু করা হয়। প্রোগ্রামটির ধরন কিছুটা এভাবে নির্ধারণ করা হয়, প্রথম সপ্তাহে একদিন ছাত্ররা কিছু সুন্নত নিয়ে আলোচনা করবে। পরবর্তী সপ্তাহে আলোচিত সুন্নতসমূহের আমলের রিপোর্ট নেওয়া হবে। রিপোর্ট নেওয়ার পর যে সুন্নতের উপর আমল করার প্রতি ত্রুটি লক্ষ করা যাবে সেটার উপর নতুন করে আমল জারি করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রোগ্রামটি এখনো চলমান আছে আলহামদুলিল্লাহ।

কিছুদিন পর সেসব সুন্নত ও আদব সুবিন্যস্তভাবে একটি কিতাব আকারে একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যেন এর থেকে খুব সহজেই উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং আল্লাহর রহমতে ১০ মহররম ১৪৩০ বুধবার মসজিদে নববীতে কিতাবটির কাজ শুরু করা হয়। এবং ধীরে ধীরে কাজ অগ্রসর হতে হতে শেষ হয়ে বর্তমান অবয়ব ধারণ করে, আলহামদুলিল্লাহ।

কাজের ধরন :

১. সহজবোধ্যতার জন্য বর্ণনার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. সমস্ত সুন্নত ও আদব গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর রেফারেন্স যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে; তবে কিছু কিছু বিষয় শরিয়তের মৌলিক উসুলের অধীনে চলে আসায় সেগুলোতে রেফারেন্স যুক্ত করা হয়নি।

৩. পাঠকের উপকারার্থে আয়াত ও হাদিসসমূহের অনুবাদ যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

৪. আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর তাওযিহুল কুরআন সামনে রাখা হয়েছে (বাংলা অনুবাদে সর্বত্র এটা অনুসরণ করা হয়নি)।

৫. যেসব সুন্নত ও আদব কুরআন-হাদিস ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে মূল ইবারত তুলে ধরা হয়েছে (অনুবাদে সর্বত্র এই রীতির অনুসরণ করা হয়নি)।

৬. বিভিন্ন জায়গায় পঠিত বিভিন্ন মাসনুন দোয়া সুন্নতের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উৎসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল :

১. মাওসুয়াতুল আদাবিল ইসলামিয়্যাহ, আবু উমর আবদুল আজিজ বিন ফাতহি বিন সাইয়্যিদ নিদা।

২. আল-আদাবু ফিদ-দীন, ইমাম আবু হামিদ গাজালি।

আল্লাহ তায়ালা উভয়কেই তার ক্ষমা ও রহমতের চাদরে ঢেকে নিক। আমিন।

বইটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভাজন মুফতি আবদুল্লাহ সাহেবের যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। এ ছাড়া কিছু রেফারেন্স অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মুফতি ইমরান

সাহেবের সহযোগিতালাভেও ধন্য হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা তাদের এবং অন্যান্য সকল সহযোগিতাকারীকে ইলম ও আমলে তারাক্কি দান করুন এবং দোজাহানে উত্তম বিনিময় নসিব করুন। আমিন।

পাঠকের প্রতি নিবেদন থাকবে, বইটির কোনো প্রকার ত্রুটি কিংবা অসঙ্গতি নজরে এলে অবশ্যই আমাদের অবগত করবেন। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব ইনশাআল্লাহ।

সীমাহীন অপারগতাসহ আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, সন্নিবেশিত এই পাতাগুলো কবুল করে নিয়ে ইলম ও আমলে ফকির লেখক এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য সুন্নত অনুসরণের মাধ্যম বানিয়ে দিক। উভয় জগতের সৌভাগ্য নসিব করুক। আমিন।

আবু বকর বিন মুসতফা
৩০ রজব, ১৪৩৪

তাওহিদ ও রিসালাতের হক ও আদব

তাওহিদ সম্পর্কিত আদব : ১৯
নবীজির সাথে সংশ্লিষ্ট আদব : ২১

দৈনন্দিন আমল

ঘুমানোর আদব : ২৫
ঘুম থেকে জেগে ওঠার আদব : ৩৩
স্বপ্নের সাধারণ আদব : ৩৬
ভালো স্বপ্ন-সংশ্লিষ্ট আদব : ৩৭
দুঃস্বপ্ন-সংশ্লিষ্ট আদব : ৩৭
প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পাদনের আদব : ৪৩
গোসলের আদব : ৪৩
পোশাকের আদব : ৪৫
আংটি পরার আদব : ৪৮
আতর ব্যবহারের আদব : ৪৯
আতর লাগানোর সময় : ৫০
চুলের আদব : ৫১
দাড়ি ও গোঁফের আদব : ৫৩
তেল ব্যবহার করার আদব : ৫৫
নখ কাটার আদব : ৫৫
সুরমা ব্যবহারের আদব : ৫৬
জুতা পরিধান করার আদব : ৫৭
ঘর থেকে বের হওয়ার আদব : ৫৯
ঘরে প্রবেশ করার আদব : ৬০
হাঁটা-চলার আদব : ৬১
রাস্তার আদব : ৬৩
সালামের আদব : ৬৪
খাওয়ার আদব : ৬৯
খাবার-সংশ্লিষ্ট সাধারণ আদব : ৬৯
খাওয়ার পূর্বের আদব : ৭০
খাবারের মাঝখানের আদব : ৭২
খাওয়ার পরের আদব : ৭৩
খাবারে অন্যান্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব : ৭৫
পান করার আদব : ৭৮

ওজুর আদব : ৮৩
মেসওয়াকের আদব : ৮৮
আজানের আদব : ৯০
ইকামতের আদব : ৯৫
নামাজের আদবসমূহ : ৯৭
নামাজে দাঁড়ানোর সুন্নত : ৯৭
কেরাতের সুন্নত : ৯৭
রুকুর সুন্নত : ৯৮
সিজদার সুন্নত : ৯৮
বসার সুন্নত : ৯৯
নামাজ সংশ্লিষ্ট সাধারণ আদব : ৯৯
সুতরার আদব : ১০৯
ইমামের আদব : ১০৯
মুক্তাদিদের আদব : ১১০
মসজিদে প্রবেশের আদব : ১১২
মসজিদের আদব : ১১৩
মসজিদ থেকে বের হওয়ার আদব : ১১৬
কুরআন তেলাওয়াতের আদব : ১১৭
কুরআনের আদব : ১২৩
জিকিরের আদব : ১২৪
দোয়ার আদব : ১২৫
তাওবার আদব : ১৩১
রাতের ইবাদত ও তাহাজ্জুদের আদব : ১৩৩
জুমআর আদবসমূহ : ১৩৭
জুমআর দিনের আদব : ১৩৭
জুমআর নামাজের আদব : ১৩৮
খুতবার আদব : ১৪২
দুই ঈদের আদব : ১৪৪
বৃষ্টি প্রার্থনার আদব : ১৪৭
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের আদব : ১৪৮
ইসতেখারার আদব : ১৪৯
জানাজার আদবসমূহ : ১৫২
মৃত্যু-পূর্ববর্তী আদব : ১৫২
মৃত্যু-পরবর্তী আদব : ১৫৩

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার আদব : ১৫৫
জানাজার সাথে চলার আদব : ১৫৭
দাফনের আদব : ১৫৯
কবরস্থানের আদব : ১৬২
জাকাত ও সদকার আদবসমূহ : ১৬৪
দাতার আদব : ১৬৪
দানগ্রহীতার আদব : ১৬৬
রমজান মাসের আদব : ১৬৭
রোজার আদব : ১৬৮
ইতেকাফের আদব : ১৭১
হজ্জ ও উমরার আদবসমূহ : ১৭৩
হজ্জ ও উমরার সাধারণ আদব : ১৭৩
এহরামের আদব : ১৭৬
তাওয়াফের আদব : ১৭৭
সায়ী করার সুন্নাত : ১৮১
মিনার আদব : ১৮২
আরাফার আদব : ১৮৩
মুজদালিফার আদব : ১৮৫
পাথর নিক্ষেপ করার আদব : ১৮৬
মক্কা মুকাররমার আদব : ১৮৮
মদিনা মুনাওয়ারার আদব : ১৮৮

মুআশারাত

পিতা-মাতার হক ও আদবসমূহ : ১৯১
পিতা-মাতার জীবনঘনিষ্ঠ হকসমূহ : ১৯১
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরের আদব : ১৯৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদব : ১৯৩
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ও আদব : ১৯৫
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ও আদব : ১৯৭
প্রতিবেশীর আদব : ১৯৯
বন্ধুদের হক ও আদব : ২০০
সাধারণ মুসলমানদের হক ও আদব : ২০২
অনুমতি চাওয়ার আদব : ২০৭
সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার আদব : ২০৯
মোবাইল সম্পর্কিত আদবসমূহ : ২১২
কল প্রদানকারীর আদব : ২১২

কল রিসিভ করার আদব : ২১২
মোবাইলের সাধারণ আদব : ২১২
মেহমানদারির আদবসমূহ : ২১৪
মেজবানের আদব : ২১৪
মেহমানের আদব : ২১৪
মজলিসের আদব : ২১৫
হাসি-মজার আদব : ২২০
আলাপ-আলোচনার আদব : ২২১
সম্মানিত ব্যক্তিদের আদব : ২২৩
সম্পদশালী ব্যক্তির আদব : ২২৪
মুখাপেক্ষী ব্যক্তির আদব : ২২৫
রোগীর শুশ্রূষার আদব : ২২৫
শোকপ্রকাশের আদব : ২৩১
মুয়াশারাত সম্পর্কিত আরো কিছু আদব : ২৩২

মুআমালাত

বেচাকেনার আদব : ২৩৫
পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক খাটানোর আদব : ২৩৮
শ্রমিকের আদব : ২৩৯
বিবাহের আদব : ২৪০
সহবাসের আদব : ২৪৩
ওলিমার আদব : ২৪৬
নাম রাখার আদব : ২৪৮
সন্তানপ্রতিপালন এবং তাদের হক ও আদব : ২৪৯
তালাকের আদব : ২৫৪
ঋণ-সংক্রান্ত আদবসমূহ : ২৫৬
ঋণদাতার আদব : ২৫৬
ঋণগ্রহীতার আদব : ২৫৬
ঋণ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ আদব : ২৫৭
হাদিয়ার আদবসমূহ : ২৫৯
হাদিয়া প্রদানকারীর আদব : ২৫৯
হাদিয়া গ্রহণকারীর আদব : ২৫৯
ওসিয়তের আদব : ২৬১

রাজনীতি

নেতৃত্বদান ও রাষ্ট্রপরিচালনার আদবসমূহ : ২৬৫
নেতৃত্বের সাধারণ আদব : ২৬৫

শাসক বা নেতার আদব : ২৬৫
জনগণের আদব : ২৬৬
জিহাদের আদব : ২৬৭
বন্দিদের আদব : ২৭৫
বিচারকার্যের আদব : ২৭৫
সাক্ষীর আদব : ২৭৭
শিক্ষাবিষয়ক আদবসমূহ : ২৭৯
মাদরাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আদব : ২৭৯
শিক্ষার্থীদের আদবসমূহ : ২৮০
নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব : ২৮০
শিক্ষকের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব : ২৮২
শিক্ষকের আদবসমূহ : ২৮৪
নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব : ২৮৪
শিক্ষার্থী-সংশ্লিষ্ট আদব : ২৮৫
পাঠদান সংশ্লিষ্ট আদব : ২৮৬
কিতাবের আদব : ২৮৬
কুরআনের ধারক-বাহকের আদব : ২৮৭
মুহাদ্দিসের আদব : ২৮৯
হাদিসের ছাত্রদের আদব : ২৮৯
ফতোয়ার আদবসমূহ : ২৯১
ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারীর আদব : ২৯১
মুফতি সাহেবের আদব : ২৯২
দাওয়াত ও তাবলিগসমূহ : ২৯৩
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করার আদব : ২৯৩
দাওয়াত ও তাবলিগের আদব : ২৯৪
আমির ও মামুরের আদব : ২৯৭
পরামর্শের আদব : ২৯৯
ওয়াজ-নসিহতের আদবসমূহ : ৩০০
ওয়াজ ও নসিহতকারীর আদব : ৩০০
ওয়াজের শ্রোতার আদব : ৩০১

আত্মশুদ্ধি

নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব : ৩০২
অন্তর শুধরানোর আদব : ৩০৫
বাইয়াতের আদব : ৩০৬
ক্রোধের আদব : ৩০৭

বিপদ-মুসিবতের আদব : ৩০৯

বিবিধ আদব

সফরের আদব : ৩১৩
যানবাহনের আদব : ৩২৩
ইসলামি কিতাবের আদব : ৩২৪
হাঁচির আদব : ৩২৫
হাইতোলার আদব : ৩২৬
চিকিৎসা নেওয়ার আদব : ৩২৬
ঝাঁড়-ফুঁকের আদব : ৩২৭
জবাইয়ের আদব : ৩২৮
কুরবানির আদব : ৩২৯
কলমের আদব : ৩৩০

তাওহিদ ও রিসালাতের হক ও আদব

তাওহিদ সম্পর্কিত আদব

১. আল্লাহ তায়ালার জন্যই ইবাদত করা।[১]

২. আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করা।[২]

৩. একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা।[৩]

৪. সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে থাকা এবং তার অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া।[৪]

৫. আল্লাহ তায়ালার কাছে অক্ষম ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা।[৫]

৬. কেবল আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করা।[৬]

৭. আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সব সময় সুধারণা রাখা।[৭]

---

[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন। (সুরা বাইয়িনাহ, আয়াত ৫)

[২] আল্লাহ বলেন : لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনো, তাকে সাহায্য ও সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করো। (সুরা ফাতহ, আয়াত ৯)

[৩] আল্লাহ বলেন : ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ এর দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকেই ভয় করো। (সুরা যুমার, আয়াত ১৬)

[৪] আল্লাহ তায়ালা বলেন :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা। আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের নাফরমানি করে এবং তার সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আজাব। (সুরা নিসা, আয়াত ১৩, ১৪)

[৫] আল্লাহ বলেন : يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। (সুরা ফাতির, আয়াত ১৫)

[৬] আল্লাহ বলেন : وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুমিন হও। (সুরা মায়েদা, আয়াত ২৩)

[৭] নবী আলাইহিস সালাম বলেন : حكاية عن الله تبارك وتعالى : أنا عند ظن عبدي بي. হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমার ব্যাপারে বান্দা যেই ধারণা করে সেই ধারণা অনুযায়ীই

৮. আল্লাহ তায়ালার প্রতি লজ্জা রাখা (অর্থাৎ লজ্জায় যেমন মানুষের সামনে কাজ করা যায় না, যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিও অনুরূপ লজ্জা অনুভব করা)।[১]

৯. আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা।[২]

১০. আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা রাখা।[৩]

১১. আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেশি মহব্বত রাখা।[৪]

১২. নিজের প্রতিটি কর্মে একমাত্র শরিয়তকে বিচারক মানা।[৫]

১৩. আল্লাহর দীন সহজ- এই বিশ্বাস রাখা।[৬]

আমি তার সাথে থাকি। অর্থাৎ আমার ব্যাপারে তার ধারণা অনুযায়ীই আমি তার সাথে আচরণ করব। (সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ, ১১০১)

[১] এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে :

قيل : يارسول الله! فإن كان أحدنا خاليًا؟ قال : فالله أحق أن يستحي منه الناس.

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, আল্লাহর রাসুল, যদি আমাদের ঘরে (স্বামী স্ত্রী ছাড়া) অন্য কেউ না থাকে (তবু কি সতর ঢাকা জরুরি)? তখন তিনি বললেন, মানুষের থেকে বেশি লজ্জা আল্লাহকেই পাওয়া উচিত। (ইবনে মাজাহ, ১৯২০)

[২] আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ○ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো, আর সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা করো। (সুরা আহযাব, আয়াত ৪১-৪২)

[৩] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.

যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে আল্লাহ তায়ালাও তার সাক্ষাৎ কামনা করে। আর যে আল্লাহর সাক্ষাতে অনীহা রাখে, আল্লাহও তার ব্যাপারে অনীহা রাখেন। (তিরমিযি, আবওয়াবুয যুহদ)

[৪] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، {وعد منها} : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

যার মাঝে তিনটি বিষয় থাকবে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। (তার মাঝে একটি হল), যার কাছে সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল প্রিয় হবে। (বুখারি, কিতাবুল ঈমান, ২৩০৯)

[৫] আল্লাহ বলেন :

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করো সেই অনুযায়ী, যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (সুরা নিসা, আয়াত ১০৫)

[৬] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : إن الدين يسر নিশ্চয় এই দীন সহজ। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান, ৩১)

নবীজির সাথে সংশ্লিষ্ট আদব

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা।[১]

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য এবং অনুসরণ করা।[২]

৩. মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকে ভালোবাসা।[৩]

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করা।[৪]

৫. রাসুলুল্লাহকে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করা।[৫]

৬. রাসুলুল্লাহকে নিষ্পাপ হিসেবে বিশ্বাস করা।[৬]

৭. রাসুলুল্লাহর সামান্য বিরোধিতা থেকেও নিজেকে রক্ষা করা।[৭]

---

[১] আল্লাহ বলেন :

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا

যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনো, তাকে সাহায্য ও সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করো। (সুরা ফাতহ, আয়াত ৯)

[২] আল্লাহ বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও রাসুলের। (সুরা নিসা, আয়াত ৫৯)

[৩] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় হতে পারি। (বুখারি, কিতাবুল ঈমান ১৫)

[৪] রাসুল সা. বলেছেন : أنا قائد المرسلين ولا فخر আমি সমস্ত রাসুলের সরদার এবং এর উপর আমার কোনো গর্ব নেই। (মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, ৫১৪)

[৫] আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; তবে আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবী। (সুরা আহযাব, আয়াত ৪০)

[৬] الأنبياء عليهم السلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر، الكفر والقبائح يعني قبل النبوة وبعدها নবীগণ নবুওয়াতের পূর্বাপর ছোট-বড় সব ধরনের গুনাহ-খাতা ও কুফুর-ফিসক থেকে পবিত্র। (শরহু ফিকহিল আকবার- ১৩২,১৩৩)

[৭] আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

আর যে রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হেদায়েত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফেরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। (সুরা নিসা, আয়াত ১১৫)

৮. রাসুলুল্লাহকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ কোনো গুণ রাসুলুল্লাহর জন্য দাবি করা) থেকে বেঁচে থাকা।[১]

৯. রাসুলুল্লাহর প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ প্রেরণ করা।[২]

১০. আহলে বাইত এবং রাসুলুল্লাহর বংশের প্রতি ভালোবাসা রাখা।[৩]

১১. সাহাবিদের প্রতি ভালোবাসা রাখা।[৪]

---

[১] রাসুল সা. বলেন :

لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله

আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা তোমরা করো না যেমনটা খ্রিষ্টানরা ঈসা আ.-এর ব্যাপারে করেছে। আমিও আল্লাহ তায়ালার বান্দা। সুতরাং বলো (আপনি) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসুল। (শামায়েলে তিরমিযি, ৩২৮)

[২] রাসুল সা. বলেছেন : إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটতম থাকবে যে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করে। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, হাদিস নং ৪৮৪)

[৩] রাসুল সা. বলেছেন :

أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة، أحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي.

আল্লাহকে ভালোবাসো, কারণ তিনি তোমাদেরকে তার নেয়ামত থেকে আহার দান করেন। আর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রাখার কারণে আমার সাথেও মহব্বত রাখ এবং আমাকে ভালোবাসার কারণে আমার আহলে বাইতের প্রতিও ভালোবাসা রাখ। (মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং ৫৭৩)

[৪] রাসুল সা. বলেছেন :

الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم

আমার সাহাবিদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আমার পর তোমরা তাদেরকে নিন্দার পাত্র বানাবে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে সে আমার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করে সে আমার প্রতি ঘৃণা রাখার কারণেই তাদের ঘৃণা করে। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, ৩৮৬২)

দৈনন্দিন আমল

ঘুমানোর আদব

১. রাতে দ্রুত শুয়ে পড়া (যদি দীনি বা পার্থিব কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকে)।[১]

২. বিসমিল্লাহ বলে ভালোভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া।[২]

৩. খাবার এবং পানির পাত্র ঢেকে দেওয়া।[৩]

৪. ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া।[৪]

৫. ওজুর সাথে ঘুমানো।[৫]

৬. হাতে তেল, চর্বি ইত্যাদি লেগে থাকলে ভালো করে তা ধুয়ে ঘুমানো।[৬]

৭. বিছানা ঝেড়ে ঘুমানো।[৭]

৮. সুরমা লাগানো।[৮]

৯. ঘুমানোর পূর্বে ওসিয়ত করা।[৯]

---

[১] আবু বারযা রা. বর্ণনা করে বলেন :

أن النبي ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.

রাসুল সা. এশার পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পর (অনর্থক) কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া অপছন্দ করতেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবু মাওয়াকিতিস সালাত, ৫৬৮)

[২] রাসুল সা. বলেছেন : أغلقوا الباب তোমরা (ঘুমানোর পূর্বে) দরজা বন্ধ করে দাও। (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, ২০১২)

[৩] রাসুল সা. বলেন : غطوا الإناء وأوكوا السقاء. তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে দাও এবং মশকগুলো বেঁধে দাও। (সহিহ মুসলিম)

[৪] রাসুল সা. বলেন : إذا نمتم فاطفئوا سرجكم. যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৫২৪৭)

[৫] রাসুল সা. বলেছেন : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة যখন তুমি ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুতে যাবে তখন নামাজের ওজুর মতো ওজু করে নাও। (বুখারি, কিতাবুল ওজু, ২৪৭)

[৬] রাসুল সা. বলেছেন : من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلايلومن إلا نفسه যে ব্যক্তি তৈলাক্ত কিংবা চর্বিযুক্ত হাত নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। অতঃপর (ঘুমের ভিতর) তার কোনো সমস্যা হয়, এর জন্য সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে। (আবু দাউদ, কিতাবুল আতইমাহ, ৩৮৫২)

[৭] রাসুল সা. বলেছেন : إذا أوا أحدكم إلى فراشه فلينتفض فراشه بداخل إزاره তোমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় আসবে তখন লুঙ্গির আঁচল দিয়ে (অর্থাৎ কোনো কিছু দিয়ে) বিছানা ঝেড়ে নেবে। (সহিহ বুখারি, কিতাবুদ দাওয়াত, ৬৩২)

[৮] ইবনে আব্বাস রা. বলেন : كان النبي ﷺ يكتحل قبل أن ينام بالأثمد রাসুল সা. ঘুমানোর পূর্বে ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। (শামায়েলে তিরমিযি, ৪ পৃ.)

[৯] শরহু শারআতিল ইসলাম, ৩১৮

১০. ভালো নিয়ত করে ঘুমানো।[১]

১১. ঘুমানোর পূর্বে তাওবা করে নেওয়া।[২]

১২. অন্তরকে সমস্ত প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করে ঘুমানো।[৩]

১৩. তাহাজ্জুদ আদায় করার নিয়তে ঘুমানো।[৪]

১৪. হাদিসে বর্ণিত মাসনুন দোয়াসমূহ পাঠ করে ঘুমানো।[৫]

---

[১] হযরত সালমান রা. আবু দারদা রা.-কে নসিহত করতে গিয়ে বলেন :

إن لنفسك عليك حقا

তোমার নিজের উপরও তোমার কিছু হক আছে। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুয যুহদি)

[২] রাসুল সা. বলেছেন :

من قال حين يأوي إلى فراشه "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" ثلاث مرات، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا

যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাওয়ার সময় তিনবার নিম্নযুক্ত দোয়া পড়বে :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়, বা গাছের পাতা সমতুল্য হয় কিংবা জমাট বালিকণা পরিমাণ হয় অথবা পৃথিবীর দিবসের সংখ্যা পরিমাণ হয়। (সুনানে তিরমিযি, ৩৩১৭)

[৩] রাসুল সা. আনাস বিন মালেক রা.-কে বলেন :

يا بني! إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غِشٌّ لأحد فافعل

হে বৎস, যদি তুমি সকাল-সন্ধ্যা তোমার অন্তরকে হিংসা থেকে পবিত্র করে রাখতে পারো তবে এটা তুমি করো। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল ইলম, ২৬৭৮)

[৪] রাসুল সা. বলেছেন :

من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه

যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নিয়ত করে বিছানায় ঘুমাতে আসে এবং প্রবল ঘুমের কারণে (ঘুম থেকে উঠতে না পারে এবং) সকাল হয়ে যায় তবে সে যে নিয়ত করেছে তার সাওয়াব পেয়ে যাবে। এবং তার এই ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসেবে গণ্য হবে। (সুনানে নাসায়ি, কিতাবুস সালাত, ১৭৮৮)

[৫] হাদিসে বর্ণিত মাসনুন দোয়া :

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

আমার রব, আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ রেখেছি (শুয়েছি) এবং আপনারই নাম নিয়ে আমি তা ওঠাবো। যদি আপনি (ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তবে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি তা ফেরত পাঠিয়ে দেন, তাহলে আপনি তার হেফাজত করুন যেভাবে আপনি আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন। (সহিহ বুখারি)

اللهم أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، {بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ} وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، {فَارْحَمْهَا} اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি আমার আত্মা সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি তার মৃত্যু ঘটাবেন। তার মৃত্যু ও তার জীবন আপনার মালিকানায়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আপনি তার হেফাজত করুন, আর যদি তার মৃত্যু ঘটান তবে তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই। (মুসলিম, ৪:২০৮৩)

بِاسْمِكَ اللهم أَمُوتُ وَأَحْيَا.

হে আল্লাহ, আপনার নাম নিয়েই আমি মরছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হবো। (বুখারি, ১:১১৩১)

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

হে আল্লাহ, হে সপ্ত আকাশের রব, জমিনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, হে তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন নাজিলকারী, আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না; আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না; আপনি সব কিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই; আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন। (সহিহ মুসলিম, ২৭১৩)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কেননা, এমন বহুলোক আছে, যাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী কেউ নেই এবং যাদের আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই। (সহিহ মুসলিম, ৪:২০৭৪)

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، {وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ} فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَشِرْكِهِ، وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

হে আল্লাহ, আপনি স্রষ্টা জমিন ও আসমানের, আপনি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা, আপনি সব কিছুর রব। আর ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অভিশপ্ত শয়তানের ক্ষতি থেকে ও তার সাথিদের অনিষ্ট থেকে আপনার সাহায্য চাচ্ছি। আর আমরা যেন কোনো গুনাহ না করি এবং এবং কোনো মুসলিমকে যেন গুনাহে লিপ্ত হতে না দিই। (সুনানে আবু দাউদ, ৩১৭৪)

১৫. আয়াতুল কুরসি পড়ে ঘুমানো।[১]

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ " فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: لاَ، «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

হে আল্লাহ, আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম, আমার চেহারা আপনার দিকেই ফিরালাম, আর আমার পৃষ্ঠদেশ আপনার দিকেই ন্যস্ত করলাম; আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। একমাত্র আপনার নিকট ছাড়া আপনার (পাকড়াও) থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং কোনো মুক্তির উপায় নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার নাজিলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর। (বুখারি, ১:১১৩১)

اللهم قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

আল্লাহ, আমাকে আপনার আজাব থেকে রক্ষা করুন, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। (আবু দাউদ, ৫০৪৫)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তার কাছে আমি তাওবা করি (তিনবার)। (তিরমিযি, ৩৩৯৭)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তার। প্রশংসাও তার। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। (নাসায়ি, হাদিস নং ৮১১)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى.

হে আল্লাহ, আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। এবং আমার (থেকে) শয়তানকে লাঞ্ছিত করে (তাড়িয়ে) দিন এবং আমাকে (ঋণ থেকে) দায়মুক্ত করুন এবং আমাকে উচ্চতায় (আসমানে) বসবাসকারীদের (ফেরেশতাদের) কাতারে শামিল করুন। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ১৯৮২)

তাসবিহে ফাতেমি তথা সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার।

[১] হাদিস শরিফে আছে :

لما أتى الشيطان إلى أبي هريرة وقال له: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، ولما أخبر أبوهريرة النبي ﷺ بذلك، قال له: أما إنه قد صدقك وهو كذوب

১৬. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করে ঘুমানো।[১]

১৭.সুরা কাফিরুন তেলাওয়াত করে ঘুমানো।[২]

১৮. সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে উভয় হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীরে মুছে দেওয়া।[৩]

১৯. সুরা আলিফ-লাম সাজদা, মুলক, বনি ইসরাইল এবং যুমার তেলাওয়াত করে ঘুমানো।[৪]

শয়তান হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর কাছে এসে বলল, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসি পড়ে নেবে। এর বরকতে সকাল পর্যন্ত তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবে। এবং কোনো শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার কাছেও ভিড়তে পারবে না। এরপর যখন হযরত আবু হুরাইরা রা. রাসুল সা.-কে এই বিষয়টি অবগত করলেন তখন তিনি বলেন, শয়তান তো এটা সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ওয়াকালাতি, ২৩১১)

[১] রাসুল সা. বলেন :

الآيتان من اخر سورة البقرة مَن قرأهما في ليلة كفتاه

সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এমনই শক্তিশালী, যে রাতে এই দুই আয়াত পাঠ করবে, সারা রাতে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহিহুল বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, ৪০০৮)

[২] রাসুল সা. বলেছেন :

من قرأ قُل يأيها الكفرون قرأ ربع القرآن، وتباعدت منه الشيطان، وبرئ من المشركين، وبعافي من فزع النوم، وقال ﷺ : مروا صبيانكم يقرأونها عند النوم فلايعرض لهم شيء

যে ব্যক্তি সুরা কাফিরুন পাঠ করল সে যেন পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশ পড়ে নিল। আর শয়তান তার কাছ থেকে দূরে ভেগে গেল, সে মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে গেল এবং নিদ্রায় ভয় পাওয়া থেকেও সে নিরাপদ থাকল। (হাদিসে ইবনে সিমাক, ৩৫৭)

[৩] হযরত আয়েশা রা. বলেন :

كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده.

রাসুল সা. যখন বিছানায় ঘুমাতে যেতেন তখন সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও নাস একসাথে তেলাওয়াত করে উভয় হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন। এরপর মুখসহ শরীরের যতটুকু হাত যেত ততটুকু স্থান মুছে দিতেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবুত তিব্বি, ৫৭৩৮)

[৪] হযরত জাবের রা. বলেন :

كان النبي ﷺ لاينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك

রাসুল সা. সুরা আলিফ-লাম সিজদা এবং সুরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, ৩৪০৪)

হযরত আয়েশা রা. বলেন : كان النبي لاينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل রাসুল সা. সুরা যুমার ও বনি ইসরাইল পাঠ না করে ঘুমাতেন না (প্রাগুক্ত, ৩৪০৫)

২০. মুসাব্বিহাত (তথা সুরা হাদিদ, হাশর, তাগাবুন, জুমআ এবং সুরা আ'লা) পড়ে ঘুমানো।[১]

২১. ডান কাত হয়ে ঘুমানো।[২]

২২. চেহারার নিচে ডান হাত রাখা এবং তিনবার এই দোয়া পাঠ করা :

اللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

হে আল্লাহ, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের পুনরুত্থান করবেন সেদিনকার আজাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন।[৩]

২৩. ঘুম আসা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার জিকির করতে থাকা।[৪]

২৪. ঘুম না এলে এই দোয়া পাঠ করা :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

হে আল্লাহ, সপ্ত আকাশ এবং যা-কিছুর উপর তা ছায়া দেয় সে সবকিছুর রব, জমিনসমূহ এবং যা-কিছু তা বহন করে সে সবকিছুর প্রতিপালক, শয়তান ও সে যাদের পথভ্রষ্ট করে তাদের রব, তোমার সব

---

[১] ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. বলেন :

أن رسول الله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد

রাসুল সা. ঘুমানোর পূর্বে মুসাব্বিহাত (যেসব সুরার শুরুতে সাব্বিহ কিংবা ইউসাব্বিহু আছে সেগুলোকে মুসাব্বিহাত বলে) তেলাওয়াত করতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৫০৫৭)

[২] হাদিস শরিফে আছে : قال النبي ثم اضطجع على شقك الأيمن রাসুল সা. বলেন, এরপর তুমি ডান কাত হয়ে শুয়ে যাবে। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল ওজু, ২৪৭)

[৩] হাফসা রা. বলেন :

أن النبي كان إذا اراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت الخده، ثم يقول : "اللهم قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ" ثلاث مرات.

রাসুল সা. যখন ঘুমাতে যেতেন তখন ডান হাত গালের নিচে রাখতেন এবং তিনবার আল্লাহুম্মা কিনি... এই দোয়া পাঠ করতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)

[৪] আল্লাহ বলেন :

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯১)

সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তুমি আমার আশ্রয় হও; এদের কেউ যেন আমার উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে বা আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে। হে সম্মানিত, মহিমান্বিত তোমার প্রশংসা। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই।[১]

২৫. নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে লজ্জাস্থান ধৌত করে ওজু করে ঘুমানো।[২]

২৬. কোনো স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নের আদবসমূহের প্রতি লক্ষ রাখা (স্বপ্নের আদবের আলোচনা সামনে বিস্তারিত আসবে ইনশা আল্লাহ)।

২৭. রাতে ভয়ের কারণে ঘুম ভেঙে গেলে এই দোয়া পাঠ করা :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। তিনি একক। পরাক্রমশালী। আকাশ, পৃথিবী ও এই দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর অধিপতি, প্রবল ক্ষমতাধর ও ক্ষমাশীল।[৩]

২৮. রাতে জেগে উঠলে মেসওয়াক করে নেওয়া।[৪]

---

[১] হাদিসের ভাষ্য :

قال بريدة : شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي ﷺ: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ...

বারিরাহ রা. বলেন, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ আল-মাখযুমি রা. রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট অভিযোগ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, রাতে আমার ঘুম আসে না। তখন রাসুল সা. বললেন, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, এই দোয়া পাঠ করবে : হে আল্লাহ, সপ্ত আকাশ এবং... (সুনানে তিরমিযি, হাদিস ৩৫৬৩)

[২] হযরত আয়েশা রা. বলেন :

كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنُب غسل فرجه وتوضأ للصلاة

রাসুল সা. যখন নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন তখন লজ্জাস্থান ধৌত করে নামাজের ওজুর মতো ওজু করে নিতেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবুল গাসলি, ১২৮৮)

[৩] আয়েশা রা. বলেন :

كان النبي ﷺ إذا نضوَر من الليل قال : لاإله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار

রাসুল সা. যখন রাতে অস্থির হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন তখন লা-ইলাহা... এই দোয়া পাঠ করতেন। (মুসতাদরাক লিল হাকিম, কিতাবুদ দোয়া, ১৯৮)

[৪] হযরত ইবনে উমর রা. বলেন :

كان النبي ﷺ لايتعار من الليل ساعة إلا أجري السواك على فيه

২৯. উপুড় হয়ে না শোয়া।[১]

৩০. চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপর চড়িয়ে না রাখা।[২]

৩১. দুজন পুরুষ কিংবা দুজন নারী এক চাদর অথবা এক বিছানায় না ঘুমানো।[৩]

৩২. দেয়ালহীন ছাদে না ঘুমানো।[৪]

৩৩. মানুষের চলাফেরার রাস্তায় না ঘুমানো।[৫]

৩৪. কোনো মজলিসে মানুষের মাঝখানে না ঘুমানো।[৬]

৩৫. কাইলুলা তথা দুপুরে খাবারের পর শোয়া।[৭]

রাসুল সা. রাতে সজাগ হয়ে গেলেই মুখে মেসওয়াক করে নিতেন। (আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি, ১৩৫৯৮)

[১] হাদিস শরিফে আছে :

لأن النبي ﷺ قال لمن رأه نائما على بطنه ضجعة لايحبها الله تعالى

রাসুল সা. এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেন, এভাবে শোয়া আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল আদাব, ২৭২৮)

[২] জাবের রা. বলেন :

أن النبي ﷺ نهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره

রাসুল সা. চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা আরেক পায়ের উপর চড়িয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল আদাব, ১২৮৮)

[৩] রাসুল সা. বলেছেন :

ولايفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولاتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে এক চাদরের নিচে এবং এক মহিলা আরেক মহিলার সাথে এক চাদরের নিচে ঘুমাবে না। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল আদাব, ২৭৯৩)

[৪] রাসুল সা. বলেছেন :

من بات على سطح بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة

যে ব্যক্তি দেয়ালবিহীন কোনো ছাদের উপর রাত্রিযাপন করে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৫০৪১)

[৫] জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন :

نهى رسول الله ﷺ أن يرقد الرجل بين القوم، وأن ينام على قارعة الطريق

রাসুল সা. লোকসমাগমের মাঝে এবং চলাফেরার রাস্তায় ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল আদাব, ১৩১৮৬)

[৬] (প্রাগুক্ত)

[৭] রাসুল সা. বলেছেন : قيلوا، فإن الشيطان لايقيل তোমরা কাইলুলা করো, কারণ শয়তান কাইলুলা করে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল আদাব, ১৩২৫৬)

ঘুম থেকে জেগে ওঠার আদব

১. ঘুম থেকে দ্রুত উঠে যাওয়া।[১]

২. ঘুমের ভাব দূর করার জন্য চোখ মলে দেওয়া।[২]

৩. আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার মাসনুন দোয়া পাঠ করা।[৩]

---

[১] আশআস রা. বলেন : إذا سمع الصارخ قام فصلى রাসুল সা. যখন মোরগের ডাক শুনতেন তখন ঘুম থেকে উঠে যেতেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে পড়তেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ১১২১)

[২] قال ابن عباس : بِتُّ عند خالتي ميمونة فجعل يمسح النوم عن وجهه ইবনে আব্বাস রা. তার আপন খালা হযরত মাইমুনা রা.-এর ঘরে রাত্রি যাপন করার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, অতঃপর রাসুল সা. ঘুম থেকে জেগে চোখ থেকে ঘুম দূর করার জন্য চেহারার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। (সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাফসির, ৪৫৭)

[৩] হাদিস শরিফে আছে :

قال حذيفة بن اليمان : كان النبي ﷺ إذا قام قال : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ...

হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এই দোয়া পাঠ করতেন, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি... (অর্থ) সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে আবার জীবিত করেছেন। আর তার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সহিহ বুখারি, ৬৩১২)

আরো কিছু দোয়া :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي،

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তার। প্রশংসাও তার। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। হে রব, আমাকে ক্ষমা করুন। (ইবনে মাজাহর বরাতে হিসনুল মুসলিম, ২:৩৩৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার দেহে প্রশান্তি দিয়েছেন। আমার দেহে আমার আত্মা ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তাকে স্মরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহর বরাতে হিসনুল মুসলিম, ৫:৪৭৩)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তার। প্রশংসাও তার। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। (আবু দাউদ, হাদিস নং ৫০৬০)

৪. সুরা আলে ইমরানের শেষরুকু তেলাওয়াত করা।[১]

৫. মেসওয়াক করা।[২]

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، اللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ, আমার গুনাহ ক্ষমা করো। আমি তোমার কাছে রহমত প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও, হেদায়েত দানের পর আমার হৃদয় বক্র করে দিয়ো না এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। তুমিই সর্বোচ্চ দানশীল। (আবু দাউদ, হাদিস নং ৫০৬১)

[১] হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন :

استيقظ رسول الله ﷺ فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران.

রাসুল সা. ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। অতঃপর ঘুম দূর করার জন্য হাত দিয়ে চেহারা মুছিয়ে দিলেন এবং সুরা আলে ইমরানের শেষ ১০ আয়াত পড়লেন : (শামায়েলে তিরমিযি, ২৬৫)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا، سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ○ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ○ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى، بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ، فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ، ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ، ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ، وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ○ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ، لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا، أُولٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا، وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি-দিনের পালাক্রমের আগমনে বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল বুদ্ধিমানের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি এমন (ফজুল) কাজ থেকে পবিত্র। সুতরাং আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি যাকেই জাহান্নামে দাখিল করবেন, তাকে নিশ্চিতভাবেই লাঞ্ছিত করলেন। আর জালিমগণও তো কোনো রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা এক ঘোষককে ঈমানের দিকে ডাক দিতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই হে আমাদের

৬. উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।[১]
৭. ওজু করা এবং নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করা।[২]
৮. ঘরের অন্য সদস্যদের জাগিয়ে তোলা।[৩] ৯. নামাজ আদায় করা।[৪]

প্রতিপালক, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন, আমাদের মন্দসমূহ আমাদের থেকে মিটিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল করে নিজের কাছে ডেকে নিন।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সেই সবকিছু দান করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি নিজ রাসুলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়েছেন। আমাদেরকে কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি কখনও প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।

সুতরাং তাদের প্রতিপালক তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং (বললেন) আমি তোমাদের মধ্যে কারও কর্মফল নষ্ট করব না, তাতে সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা পরস্পরে একই রকম। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং তাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, আমার পথে উৎপীড়ন করা হয়েছে এবং (দীনের জন্য) তারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের সকলের দোষত্রুটি মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে অবশ্যই এমন সব উদ্যানে দাখিল করব, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কারস্বরূপ হবে। বস্তুত আল্লাহরই কাছে আছে উৎকৃষ্ট পুরস্কার।

যারা কুফর অবলম্বন করেছে, দেশে দেশে তাদের (স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ) বিচরণ যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে।

এটা সামান্য ভোগ (যা তারা লুটছে) অতঃপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, যা নিকৃষ্টতম বিছানা।

কিন্তু যারা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে চলে তাদের জন্য আছে এমন সব উদ্যান, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথেয়তাস্বরূপ তারা সর্বদা সেখানে থাকবে। আর আল্লাহর কাছে যা-কিছু, পুণ্যবানদের জন্য তা কতই না শ্রেয়!

নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যেও এমন লোক আছে, যারা আল্লাহর সম্মুখে বিনয় প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহর প্রতিও ঈমান রাখে এবং সেই কিতাবের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে আর সেই কিতাবের প্রতিও, যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছিল। আর আল্লাহর আয়াতসমূহ তারা তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে না। এরাই তারা, যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে নিজেদের প্রতিদানের উপযুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

হে মুমিনগণ, সবর অবলম্বন করো, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন করো এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থির হয়ে থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

[১] ইবনে উমর রা. বলেন : كان (النبي) يبدأ بالسواك فإذا استيقظ রাসুল সা. যখন জাগ্রত হতেন তখন সর্বপ্রথম মেসওয়াক করে নিতেন। (মুসনাদে আহমদ, ৫৯৭৯)

[২] রাসুল সা. বলেন :

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لايدري أين باتت يده

যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন সে যেন তার হাত তিনবার ধৌত করার আগে কোনো পাত্রের ভিতর হাত না দেয়। কারণ তার জানা নেই রাতে ঘুমের মাঝে তার হাত কোথায় কোথায় স্পর্শ করেছে। (সহিহ মুসলিম, কিতাবুত তহারাত, ১৬২)

[৩] রাসুল সা. বলেছেন :

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه

যখন তোমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে তখন ওজু করে নাও এবং তিনবার নাক ঝেড়ে নাও। কারণ শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত্রি যাপন করে। (সহিহ বুখারি, ৩২৯৫)